দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JUN 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভয়ঙ্কর ছাত্রলীগ

৫৪ মাসে খুন ২২ : ৫শ সংঘর্ষ : যেখানে টেন্ডার সেখানে ছাত্রলীগ

...চ বছর ৯ ডিসেম্বর পুরান ঢাকার বাহাদুর শাহ পার্কের সামনে বিশ্বজিৎ দাসকে কুপিয়ে হত্যা করে ছাত্রলীগ ...তাকর্মীরা
- ইনকিলাব ফাইল ফটো

- সরকারের অর্জন ছাত্রলীগেই বিসর্জন -মাহমুদুর রহমান মান্না
- ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নয় -ছাত্রলীগ সভাপতি

□ ফারুক হোসাইন

বেপরোয়া ছাত্রলীগের লাগাম টেনে ধরতে পারছে না সরকার। সরকারি দল সমর্থিত এ সংগঠনটির নামের সঙ্গে খুন, সন্ত্রাস, সহিংসতা, চাঁদাবাজী, টেন্ডারবাজী, দখল, এসিড নিক্ষেপ, শিক্ষক-ছাত্রী লাঞ্ছিতের ঘটনা জড়িয়ে যাওয়ায় ঐতিহ্যবাহী সংগঠনটির নাম শুনলে মানুষ আঁতকে উঠে। প্রায়ই খবরের শিরোনাম হচ্ছে সংগঠনটি। বর্তমান সরকারের ৫৪ মাসে সংগঠনটির নেতাকর্মীদের সহিংসতায় নিহত হয়েছে অন্তত ২২ জন। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, টেন্ডারবাজী, দখলদারিত্ব এবং প্রাধান্য বিস্তারে অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে অন্তত পাঁচ শতাধিক। আহত হয়েছেন বিভিন্ন সংগঠনের নেতাকর্মী, সাংবাদিক, পুলিশসহ প্রায় ৪ হাজার।

লাঞ্ছিত করা হয়েছে শতাধিক শিক্ষক ও ছাত্রীকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের গায়ে এসিড নিক্ষেপের মতো ভয়ঙ্কর অপরাধের মতো ঘটনাও ঘটিয়েছে সংগঠটির নেতারা। কিন্তু অবাক করা বিষয় হলো এসব ঘটনার কোন বিচার হয় না। ছাত্রলীগের এক সময়ের নেতা ডাকসুর সাবেক ভিপি মাহমুদুর রহমান মান্না মনে করেন বর্তমান সরকারের যা কিছু অর্জন, তার সবই বিসর্জন দিয়েছে ছাত্রলীগ। তবে সহিংসতার ঘটনায় ছাত্রলীগের কেউ জড়িত নয় বলে দাবি করেছেন ছাত্রলীগের সভাপতি এইচ এম বদিউজ্জামান সোহাগ।

মহাজোট সরকারের সাড়ে চার বছরের পুরো সময় জুড়েই বেসামাল ছাত্রলীগ। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগ বিভিন্ন সময় উদ্যোগ নিয়েও নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি তাদের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীদের। সংগঠনটির নেতাকর্মীদের ভয়ঙ্কর কর্মকাণ্ডে অতিষ্ঠ হয়ে প্রধানমন্ত্রী পৃঃ ২ কঃ ১